দুর্নীতি দারিদ্র্য ও অবিচার বাড়ায়

আসুন, দুর্নীতি রোধে সক্রিয় হই - একসাথে

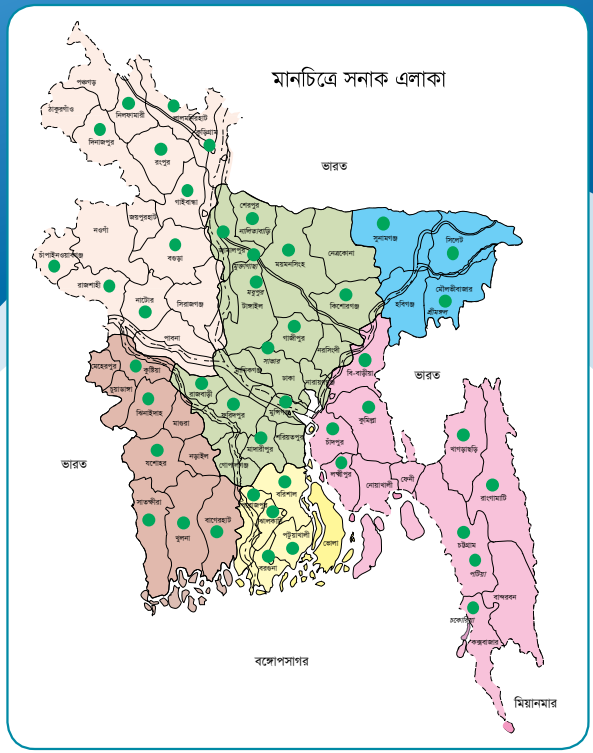

যোগাযোগ

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি)

বাড়ি ১৪১, রোড ১২, ব্লক ই, বনানী, ঢাকা ১২১৩, বাংলাদেশ

ফোন: ৯৮৮৭৮৮৪, ৮৮২৬০৩৬ ফ্যাক্স: ৯৮৮৪৮১১

ই-মেইল: info@ti-bangladesh.org

ওয়েবসাইট: www.ti-bangladesh.org

ফেইসবুক: www.facebook.com/TIBangladesh

প্রকাশকাল: সেপ্টেম্বর ২০১২

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ

দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

সচেতন নাগরিক কমিটি (সনাক)

www.ti-bangladesh.org

দুর্নীতি থামান ...এখনই

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) বার্লিনভিত্তিক দুর্নীতি-বিরোধী আন্তর্জাতিক সংস্থা ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল (টিআই)-এর বাংলাদেশ চ্যাপ্টার। দুর্নীতির বিরুদ্ধে বিশ্ব আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে টিআইবি ১৯৯৬ সাল থেকে বাংলাদেশে দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলনের প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে। দুর্নীতিবিরোধী কার্যক্রমকে একটি জোরালো সামাজিক আন্দোলনে পরিণত করার লক্ষ্যে টিআইবি জনগণের সম্পৃক্ততার গুরুত্ব অনুধাবন করে ২০০০ সাল থেকে বৃহত্তর ময়মনসিংহ অঞ্চলে সচেতন নাগরিকদের নিয়ে স্থানীয় পর্যায়ে কমিটি গঠনের মাধ্যমে সংগঠিত করে ইতোমধ্যে দেশব্যাপী একটি নেটওয়ার্ক গড়ে তুলেছে। এ কমিটিগুলো সচেতন নাগরিক কমিটি (সনাক) বা Committee of Concerned Citizens (CCC) নামে পরিচিত। একটি প্রশাসনিক এলাকায় স্থানীয়, সচেতন, শিক্ষিত, দেশপ্রেমিক, সৎ, দুর্নীতিমুক্ত, দলীয় রাজনৈতিক বা অন্য কোন মতাদর্শের উর্ধ্বে থেকে জনহিতকর কাজে উৎসাহী, উদ্যমী, সাহসী এবং স্বেচ্ছাসেবার মানসিকতা সম্পন্ন ব্যক্তিদের সমন্বয়ে সনাক গঠিত হয়। সনাকসমূহ সরকারি-বেসরকারি সেবামূলক খাত বা প্রতিষ্ঠানে সুশাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে দুর্নীতি হ্রাস, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করে। দেশব্যাপী বিস্তৃত ৪৫টি সনাক বর্তমানে সমাজের ইতিবাচক পরিবর্তনে অনুঘটকের ভূমিকা পালন করছে।

সনাকের লক্ষ্য

স্থানীয় পর্যায়ে দুর্নীতিবিরোধী সচেতনতা ও চাহিদা বৃদ্ধির জন্য বহুমুখী কার্যক্রম গ্রহণ, সরকারি-বেসরকারি সেবামূলক খাত বা প্রতিষ্ঠানে দুর্নীতি হ্রাস, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বৃদ্ধি, সেবার মান উন্নয়ন ও সকল পর্যায়ে নারী-পুরুষের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করে সুশাসন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে স্থানীয় উন্নয়ন এবং দারিদ্র্য হ্রাসে সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টি করা। এছাড়া জাতীয় স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে জনমত গঠন, তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ এবং নীতি-নির্ধারণী পর্যায়ে প্রভাব সৃষ্টিকারক কার্যক্রম বাস্তবায়ন করাও সনাকের অন্যতম লক্ষ্য।

সনাক গঠনের মূল উদ্দেশ্য

- স্থানীয় পর্যায়ে জনসচেতনতা বৃদ্ধি ও জনমত সৃষ্টির মাধ্যমে দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলা ও নেতৃত্ব প্রদান
- স্থানীয় সরকারি ও বেসরকারি খাত বা প্রতিষ্ঠানের সেবার মান পর্যবেক্ষণ এবং মানোন্নয়নে অংশগ্রহণমূলক, বাস্তবসম্মত ও কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ
- স্থানীয় সেবামূলক প্রতিষ্ঠানকে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় উদ্বুদ্ধ এবং সহায়তা করা
- ছাত্র ও যুব সমাজসহ সর্বস্তরের জনগণকে উদ্বুদ্ধ করার মাধ্যমে স্থানীয় পর্যায়ে দুর্নীতিবিরোধী আন্দোলনের ভিত্তি সুদৃঢ় এবং স্থায়ীকরণের পরিবেশ সৃষ্টি করা।

সনাকের গঠন প্রক্রিয়া

- সম্ভাব্য এলাকা চিহ্নিতকরণ (জেলা বা উপজেলা পর্যায়ে)
- সনাক গঠনের সম্ভাব্যতা যাচাই ও সম্ভাব্য এলাকা থেকে সর্বাপেক্ষা উপযোগী এলাকা নির্বাচন
- মাঠ পর্যায়ে সরেজমিনে পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে সম্ভাব্য সনাক সদস্যের তালিকা তৈরি ও তাদের সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ, তথ্য যাচাই ও নির্ভরযোগ্যতা নিশ্চিতকরণ
- প্রাথমিক তালিকায় প্রস্তাবিত ব্যক্তিদের সাথে যোগাযোগের ভিত্তিতে এই আন্দোলনে সম্পৃক্ত হওয়ার সম্মতি গ্রহণ
- তালিকাভুক্তদের মধ্য থেকে প্রয়োজনে একটি কোর কমিটি নির্বাচন করে সম্ভাব্য সনাক সদস্যদের ও প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে উপদেষ্টা পরিষদের প্রাথমিক তালিকা প্রণয়ন। এরপর এটি চূড়ান্তকরণের জন্য একটি সভার তারিখ নির্ধারণ
- নির্ধারিত তারিখে প্রস্তাবিত ব্যক্তিদের অংশগ্রহণে মতবিনিময় সভার আয়োজন এবং সচেতন নাগরিক কমিটি (সনাক) ও সম্ভাব্য ক্ষেত্রে উপদেষ্টা পরিষদ গঠন
- সনাকের সাথে টিআইবি'র সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর
- দুর্নীতিবিরোধী আন্দোলন, এর প্রেক্ষাপট, কৌশল, সফলতা ও ব্যর্থতা এবং এই আন্দোলনে সম্পৃক্তদের অবশ্য পালনীয় আচরণবিধি সম্পর্কে অবহিতকরণ।

সনাক সদস্য হওয়ার ন্যূনতম যোগ্যতা

- অকৃত্রিম সততা ও সাহসিকতা
- সামাজিকভাবে সর্বজন শ্রদ্ধেয় ও গ্রহণযোগ্য
- নেতৃত্বসম্পন্ন ও সমাজসেবামূলক কাজের সাথে সম্পৃক্ততা
- ন্যূনতম এসএসসি পাশ
- নিয়মিত আয়কর প্রদানকারী (যদি প্রযোজ্য হয়)
- দলীয় রাজনৈতিক বা অন্য কোন মতাদর্শের উর্ধ্বে থেকে জনহিতকর কাজে উৎসাহী
- শারীরিক ও মানসিকভাবে সুস্থ
- ন্যূনতম বয়স ৩০ বছর
- বাংলাদেশের নাগরিক ও সংশ্লিষ্ট সনাক এলাকায় বসবাসরত স্থায়ী বাসিন্দা
- গণতন্ত্র, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা, মানবাধিকার, সুশাসন, নারী-পুরুষের সমদর্শিতা ও সম অধিকারে বিশ্বাসী এবং সমাজ পরিবর্তনমুখী কাজে উৎসাহী
- স্বেচ্ছাসেবার মানসিকতাসম্পন্ন।

যারা সদস্য হতে পারবেন না

- ঋণখেলাপী অথবা দেউলিয়া ঘোষিত
- আদালতে দোষী সাব্যস্ত ব্যক্তি
- রাষ্ট্র-সমাজবিরোধী ও অসামাজিক কার্যকলাপে লিপ্ত
- প্রচলিত আইনের দৃষ্টিতে অপরাধযোগ্য কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত ব্যক্তি।

টিআইবি'র 'নৈতিক আচরণবিধি' (Code of Ethics) সনাক সদস্য ও সনাকের সাথে যুক্ত সকলের জন্য সমভাবে প্রযোজ্য।

সনাকের কার্যালয় ও জনবল

সংশ্লিষ্ট উপজেলা বা জেলা সদরে গঠিত সচেতন নাগরিক কমিটি (সনাক) একটি কার্যালয়ের মাধ্যমে সকল কর্মতৎপরতা পরিচালনা করে। কর্মসূচিতে সহযোগিতা ও কার্যালয় পরিচালনার জন্য টিআইবি কর্তৃক নিযুক্ত ১ জন এরিয়া ম্যানেজার, ১ জন অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার (অর্থ ও প্রশাসন) ও ১ জন অফিস অ্যাসিস্ট্যান্ট রয়েছেন। এছাড়া রয়েছেন সনাক কর্তৃক স্থানীয়ভাবে নিযুক্ত ১ জন খণ্ডকালীন পরিচ্ছন্নতা কর্মী। এছাড়া গবেষণা কাজে সার্বিক সহযোগিতা প্রদানের লক্ষ্যে প্রতি ০৬টি সনাকের জন্য একজন করে ডেপুটি প্রোগ্রাম ম্যানেজার (রিসার্চ এন্ড পলিসি) দায়িত্ব পালন করছেন।

উপদেষ্টা পরিষদ

স্থানীয় ৩ থেকে ৭ জন বিশিষ্ট নাগরিকের সমন্বয়ে সনাকের উপদেষ্টা পরিষদ গঠিত হয়। সনাক সদস্যদের ন্যায় অভিন্ন মানদণ্ডের ভিত্তিতে উপদেষ্টা পরিষদের সদস্যমন্ডলী মনোনীত হন। উপদেষ্টা পরিষদ প্রতি তিন মাসে অন্তত একটি সভায় মিলিত হওয়ার নিয়ম রয়েছে। এই পরিষদের সুপারিশসমূহ সনাকে গুরুত্বের সাথে বিবেচিত হয়।

উপদেষ্টা পরিষদের ভূমিকা

- সনাককে নীতিগত দিক-নির্দেশনা ও বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে সক্রিয় সহযোগিতা প্রদান
- সনাকের কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় উপদেশ এবং কার্যক্রমে অংশগ্রহণসহ সহযোগিতা প্রদান
- বিশেষ কোনো পরিস্থিতির উদ্ভব হলে তা থেকে উত্তরণের জন্য প্রয়োজনীয় পরামর্শ, দিক-নির্দেশনা ও সহযোগিতা প্রদান।

সচেতন নাগরিক কমিটি (সনাক)-এর গঠন কাঠামো

সাধারণত ৯ থেকে ১৫ জন, বিশেষ ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ ২১ জন সদস্য নিয়ে সনাক গঠিত হয়। এ কমিটিতে এক-তৃতীয়াংশ নারীসহ বিভিন্ন শ্রেণী-পেশার প্রতিনিধি থাকেন। সদস্যদের মধ্য থেকে আলোচনা, পারস্পরিক সম্মতি ও সমঝোতার মাধ্যমে তুলনামূলকভাবে সকলের কাছে গ্রহণযোগ্য, নেতৃত্বগুণসম্পন্ন, উৎসাহী এবং অগ্রসর একজন সভাপতি ও দু'জন সহ-সভাপতি নির্বাচিত হন। সনাক-এ নারী নেতৃত্ব বিকাশের লক্ষ্যে সহ-সভাপতি দুইজনের একজন অবশ্যই নারী হন। সভাপতি ও সহ-সভাপতির কর্মকাল একবছর পূর্ণ হলে তাদের নেতৃত্ব ও কর্মকাণ্ড পর্যালোচনা এবং মূল্যায়নের পরিপ্রেক্ষিতে পুনরায় নির্বাচিত হন অথবা নতুন কেউ নির্বাচিত হন। একবছর পর পর মূল্যায়ন সাপেক্ষে একজন সর্বোচ্চ ৪ বার (৪ বছর) সভাপতি/সহ-সভাপতি মনোনীত হন। অন্যান্যরা সনাক এর সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। সকল সনাক সদস্য একসাথে কার্যনির্বাহী কমিটি হিসেবে বিবেচিত হয়।

উপ-কমিটি

সনাকের কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার স্বার্থে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, স্থানীয় সরকার, ইয়েস, ক্রয়, আর্থিক ব্যবস্থাপনা ও নিরীক্ষণ, জেন্ডার এবং তথ্য ও পরামর্শ ডেস্কসহ বেশ কয়েকটি উপ-কমিটি থাকে। উপ-কমিটির সংখ্যা প্রয়োজনের ভিত্তিতে সনাক ও টিআইবি'র মধ্যে আলোচনার ভিত্তিতে নির্ধারিত হয়। প্রতিটি উপ-কমিটির সদস্য সংখ্যা ৩-৫ জন। প্রত্যেকটি উপ-কমিটির একজন সভাপতি থাকেন। এসব উপ-কমিটিতে স্বচ্ছতার জন্য নাগরিক (স্বজন) সদস্যদেরকেও অন্তর্ভুক্ত করার সুযোগ রয়েছে।

স্বচ্ছতার জন্য নাগরিক - স্বজন

স্থানীয় পর্যায়ে যোগ্য নাগরিকদের অনেকেই দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলনে যুক্ত হওয়ার আগ্রহ প্রকাশ করেন। কিন্তু সাংগঠনিক সীমাবদ্ধতার কারণে তাদেরকে সনাকে যুক্ত করা সম্ভব হয় না। দুর্নীতিবিরোধী আন্দোলনে অংশগ্রহণে উৎসাহী এসব দেশপ্রেমিক নাগরিকদের নিয়ে গঠিত হয় স্বচ্ছতার জন্য নাগরিক বা স্বজন। স্বজন সদস্য নির্বাচনের ক্ষেত্রে সনাক সদস্যদের বৈশিষ্ট্য অনুসরণ করা হয়। সনাকভেদে স্বজনের সংখ্যা সর্বনিম্ন ৯ থেকে সর্বোচ্চ ৫১ হতে পারে। এমনকি সনাক চাইলে নিজ এলাকার বাইরে (একই জেলার অন্য উপজেলায় অথবা একই উপজেলায় ইউনিয়ন এলাকায়) স্বজন গঠন ও পরিচালনা করতে পারে। দুর্নীতিবিরোধী আন্দোলনের প্রতি দৃঢ় অঙ্গীকার এবং একজন সনাক সদস্যের সব বৈশিষ্ট্য পূরণ করা সাপেক্ষে নিয়মিত স্বজন সদস্য সনাকে অন্তর্ভুক্ত হতে পারেন।

ইয়ুথ এনগেজমেন্ট অ্যান্ড সাপোর্ট (ইয়েস)

দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলনে তরুণ সমাজকে সোচ্চার ও সম্পৃক্ত করার লক্ষ্যে উদ্যমী, সচেতন, সৎ ও সাহসী তরুণদের সমন্বয়ে গঠিত হয় ইয়ুথ এনগেজমেন্ট অ্যান্ড সাপোর্ট বা ইয়েস গ্রুপ। উল্লেখ্য, সনাক-এর পাশাপাশি বৃহত্তর ময়মনসিংহ অঞ্চলে ২০০১ সালে দুর্নীতিবিরোধী আন্দোলনে দেশের ভবিষ্যত কর্ণধার-তরুণদেরকে সম্পৃক্ত করার কাজ শুরু হয়। বর্তমানে ইয়েস গ্রুপের মধ্যে রয়েছে: সনাকভিত্তিক ইয়েস গ্রুপ ও ঢাকাভিত্তিক ইয়েস গ্রুপ। সনাকভিত্তিক ইয়েস গ্রুপ মূলত সংশ্লিষ্ট সনাক এলাকার বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থী। তারা সনাকের দুর্নীতিবিরোধী কার্যক্রম বাস্তবায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন ছাড়াও নিজস্ব পরিকল্পনায় বিভিন্ন সৃজনশীল উদ্যোগ গ্রহণ করে থাকে। ঢাকাভিত্তিক ইয়েস গ্রুপে ঢাকার বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও টিআইবি'র সরাসরি তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হয়। তবে বিভিন্ন সনাক এলাকা থেকে উচ্চ শিক্ষা লাভের উদ্দেশ্যে যেসব ইয়েস সদস্য ঢাকায় এসেছেন সংশ্লিষ্ট সনাক সভাপতির অনুমোদনক্রমে তারা সরাসরি ইয়েস-১ এ অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। ইয়েস সদস্যের বয়সসীমা ১৫-২৫ বছর এবং গ্রুপের আকার ১৫ থেকে ৫১ সদস্যবিশিষ্ট। তবে, চলমান একজন ইয়েস সদস্য সর্বোচ্চ ২৭ বছর পর্যন্ত সদস্য হিসেবে থাকতে পারেন।

ইয়েস ফ্রেন্ডস

দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলনের প্রতি তরুণদের আগ্রহ সীমাহীন। স্থানীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অনেক শিক্ষার্থী ইয়েস গ্রুপে কাজ করতে চান। কিন্তু এখানেও সনাকের ন্যায় সাংগঠনিক সীমাবদ্ধতা রয়েছে। দুর্নীতিবিরোধী আন্দোলনে আগ্রহী তরুণদের আরো বেশি সম্পৃক্ত করার লক্ষ্যে ইয়েস ফ্রেন্ডস গ্রুপ গঠন করা হয়। ইয়েস ফ্রেন্ডস গ্রুপের সদস্য নির্বাচনের ক্ষেত্রে ইয়েস সদস্যদের বৈশিষ্ট্য অনুসরণ করা হয়। সাধারণত ইয়েস ফ্রেন্ডস গ্রুপের সদস্য সংখ্যা ১৫ থেকে ৫১ জন হয়ে থাকে। ইয়েস ফ্রেন্ডস গ্রুপ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানভিত্তিক এবং স্বজনের ন্যায় সনাকের নির্দিষ্ট কর্ম-এলাকার বাইরেও গঠিত হতে পারে। ইয়েস সদস্য অন্তর্ভুক্তির সময় ইয়েস ফ্রেন্ডসকে অগ্রাধিকার প্রদান করা হয়।

কার্যনির্বাহী কমিটি বা সনাকের সার্বিক ভূমিকা

- সনাক কার্যক্রমের কৌশল নির্ধারণ, পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে নেতৃত্ব প্রদান এবং সক্রিয় অংশগ্রহণ
- বাজেট প্রণয়ন, আয়-ব্যয়ের সার্বিক তদারকি এবং সহযোগিতা প্রদান

- টিআইবি'র দুর্নীতিবিরোধী কার্যক্রমে সহযোগিতা প্রদান ও সক্রিয় অংশগ্রহণ
- টিআইবি'র লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ বিভিন্ন কার্যক্রমের মাধ্যমে স্থানীয় পর্যায়ে দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলনে নেতৃত্ব প্রদান।

সনাকের সুনির্দিষ্ট দায়িত্ব

- টিআইবি'র কার্যক্রম তথা সুনির্দিষ্ট প্রকল্পের লক্ষ্য-উদ্দেশ্যের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ একটি কর্ম-পরিকল্পনা প্রণয়ন ও এর বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেয়া
- দুর্নীতিবিরোধী আন্দোলনকে বেগবান করতে স্বজন, ইয়েস ও ইয়েস ফ্রেন্ডস গ্রুপ গঠন ও পরিচালনা করা
- প্রতি মাসে অন্তত একটি সভা করে সেখানে কাজের অগ্রগতি পর্যালোচনা ও পরবর্তী মাসের পরিকল্পনা চূড়ান্ত করা এবং ইয়েস সদস্যদের সাথে সনাক সদস্যদের সমন্বয় বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রতি তিন মাসে সমন্বয় সভা আয়োজন করা হয়
- স্বজন, ইয়েস ও ইয়েস ফ্রেন্ডস গ্রুপের সাথে সমন্বয় সভার আয়োজন করা
- সনাক কার্যক্রমের সাথে নাগরিক সমাজ এবং সাধারণ মানুষকে বেশি করে সম্পৃক্ত করার উদ্যোগ নেয়া
- আয়-ব্যয়ের হিসাব ও আয়োজিত বিভিন্ন কর্মসূচির প্রতিবেদন অনুমোদন ও সংশ্লিষ্ট কর্মীর মাধ্যমে নিয়মিত টিআইবি'র প্রধান কার্যালয়ে প্রেরণ করা
- স্থানীয় সমস্যা, চ্যালেঞ্জ ও করণীয় নির্ধারণে টিআইবি'র সাথে আলোচনা করে কৌশল ও করণীয় নির্ধারণ করা।

উপ-কমিটির ভূমিকা

- ইস্যুভিত্তিক কার্যক্রম বেগবান করতে কৌশল নির্ধারণ
- বার্ষিক পরিকল্পনা অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট ইস্যুতে কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়নে মুল ভূমিকা পালন করা
- সনাকের অন্যান্য কার্যক্রমে সহযোগিতা ও সক্রিয় অংশগ্রহণ।

সনাকের কার্যক্রমসমূহ

টিআইবি'র পৃষ্ঠপোষকতায় এবং ইয়েস, স্বজন ও ইয়েস ফ্রেন্ডস গ্রুপের সার্বিক সহযোগিতায় সনাক স্থানীয় পর্যায়ে দুর্নীতির বিরুদ্ধে বিভিন্ন ধরনের কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করে থাকে। যেমন:-

- **নিয়মিত সভা:** কর্মসূচির পর্যালোচনা ও পরিকল্পনার জন্য সনাক, ইয়েস, স্বজন ও ইয়েস ফ্রেন্ডস গ্রুপের নিয়মিত একক, সমন্বিত ও যৌথ সভা পরিচালনা করে।
- **স্থানীয় পর্যায়ের গবেষণা:** নির্দিষ্ট ইস্যু ও প্রতিষ্ঠানে বেজলাইন সার্ভে, সিটিজেন্স রিপোর্ট কার্ড, স্কোর কার্ড, জরিপ, ফ্যাক্ট ফাইন্ডিং ইত্যাদি গবেষণা পরিচালনা করা।
- **ইস্যুভিত্তিক কর্মসূচি:** শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও স্থানীয় সরকারসহ বিভিন্ন ইস্যুতে স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও সুশাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে মতবিনিময় সভা, মা/অভিভাবক সমাবেশ, সেবাগ্রহীতা/জনগণের মুখোমুখি, তথ্যবোর্ড, পরামর্শ ও অভিযোগ বাক্স স্থাপন ইত্যাদি কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে।
- **সততার অঙ্গীকার:** শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও স্থানীয় সরকার খাতে নির্ধারিত প্রতিষ্ঠানে দুর্নীতি প্রতিরোধ ও সুশাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সামাজিক দায়বদ্ধতার হাতিয়ার হিসেবে সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডারদের সম্পৃক্ত করে অংশগ্রহণমূলক "সততার অঙ্গীকার" স্বাক্ষর ও তার বাস্তবায়ন করা হয়।
- **প্রচারণামূলক কার্যক্রম:** দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলনে গণ-মানুষের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি ও সামাজিক আন্দোলনকে বেগবান করতে ইয়েস গ্রুপের সহায়তায় প্রতিটি সনাক বিভিন্ন ধরনের প্রচারণামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করে। প্রকাশনা, পোস্টার, প্রচারপত্র তৈরি ও বিতরণ, গণ-নাটক ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, তরুণ সমাবেশ, ভ্রাম্যমাণ তথ্য ও পরামর্শ ডেস্ক পরিচালনা, তথ্যমেলা, শিক্ষার্থীদের নিয়ে রচনা, বিতর্ক, চিত্রাঙ্কণ প্রতিযোগিতা, সভা, সেমিনার, কর্মশালা ইত্যাদি কার্যক্রম পরিচালনা করা।
- **তথ্য ও পরামর্শ ডেস্ক :** সরকারি ও বেসরকারি সেবা সংক্রান্ত বিভিন্ন তথ্য জনগণের নিকট সহজে পৌঁছে দেয়ার লক্ষ্যে প্রতিটি সনাকে তথ্য ও পরামর্শ ডেস্ক (Advice and Information Desk বা AI- Desk) রয়েছে। এখান থেকে ইয়েস গ্রুপের সহায়তায় নিয়মিতভাবে বিভিন্ন তথ্যপত্র প্রস্তুত ও বিতরণ করা হয়। এছাড়া জমিজমা, পারিবারিক বিরোধ, মামলা-মোকদ্দমা, বিদেশ গমনসহ বিভিন্ন সেবা প্রাপ্তিতে করণীয় জানতে তথ্য ও পরামর্শের জন্য জনগণ সনাক অফিসে আসেন। টিআইবি নিযুক্ত তথ্যের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত তথ্য কর্মকর্তা (অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার-অর্থ ও প্রশাসন) কিংবা বিকল্প তথ্য কর্মকর্তা (এরিয়া ম্যানেজার) এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অভিজ্ঞ কোনো সনাক সদস্যও আগ্রহী ও ভুক্তভোগী সাধারণ মানুষকে প্রয়োজনীয় তথ্য ও পরামর্শ দিয়ে থাকেন। এছাড়া ইয়েস গ্রুপের সদস্যরা ভ্রাম্যমাণ তথ্য ও পরামর্শ ডেস্ক পরিচালনার মাধ্যমেও সাধারণ মানুষকে স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও স্থানীয় সরকারসহ নানা বিষয়ে বিভিন্ন তথ্য ও পরামর্শ প্রদান করে থাকে।
- **দুর্নীতির বিরুদ্ধে থিয়েটার:** সমাজ ও রাষ্ট্রে দুর্নীতির নেতিবাচক প্রভাব সম্পর্কে সুবিধাবঞ্চিত দরিদ্র জনগোষ্ঠী যারা বিভিন্নভাবে দুর্নীতির শিকার সেসব গণমানুষকে সচেতন, সোচ্চার করা এবং রাষ্ট্রের কাছে যথাযথ উন্নত সেবা দাবি করার চেতনা গড়ে তুলতে গণনাটক কার্যকর ভূমিকা রাখছে। সাধারণত হাট-বাজার, স্কুল-কলেজ, বন্দর-স্টেশন ইত্যাদি জনবহুল স্থানে নাটক প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। সনাক এলাকায় নিয়মিত প্রদর্শনীর পাশাপাশি কখনও কখনও সনাক এর অনুপ্রেরণায় ইয়েস সদস্যবৃন্দ সমমনা নাট্যদলের সঙ্গে সম্মিলিত প্রদর্শনী বা নাট্যোৎসবের আয়োজন করছে। ইয়েস সদস্যদের অভিনীত গণনাটকের পাশাপাশি দুর্নীতির বিরুদ্ধে গণজাগরণের লক্ষ্যে গণসঙ্গীত, বাউল গানসহ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এবং বৃহত্তর তরুণ সমাজের অংশগ্রহণকে উৎসাহিত করতে তরুণ সমাবেশের আয়োজন করা হয়।
- **দিবস উদ্‌যাপন:** দুর্নীতি, সুশাসন, মানবাধিকার, নারী অধিকার, আদিবাসী, প্রতিবন্ধী ও অন্যান্য সুবিধাবঞ্চিতদের অধিকার ইত্যাদি বিষয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দিবসসমূহ পালন করে থাকে। প্রতিটি দিবস উদ্‌যাপনের ক্ষেত্রে সুশাসন প্রতিষ্ঠা ও দুর্নীতি প্রতিরোধের উপর গুরুত্ব প্রদান করা হয়। আন্তর্জাতিক দুর্নীতিবিরোধী দিবস, আন্তর্জাতিক তথ্য জানার অধিকার দিবস, আন্তর্জাতিক নারী দিবস, বিশ্ব পানি দিবস, আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস, বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবস, আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস, মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস, বিজয় দিবস, বাংলা নববর্ষসহ বিভিন্ন দিবস উদ্‌যাপন করে।

সনাক ও টিআইবি'র সম্পর্ক

স্থানীয় পর্যায়ে কর্ম-পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের সার্বিক দায়িত্ব সচেতন নাগরিক কমিটির। টিআইবি এক্ষেত্রে অনুঘটকের ভূমিকা পালন করে। প্রণীত পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য টিআইবি সনাককে প্রয়োজনীয় আর্থিক ও কৌশলগত সহযোগিতা প্রদান করে। টিআইবি'র নীতিমালা ও কৌশল প্রণয়ন এবং চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় সনাকও টিআইবিকে বিভিন্ন পরামর্শ এবং সহযোগিতা প্রদান করে। দুর্নীতিবিরোধী কার্যক্রমের ঝুঁকি বিবেচনা করে সনাক-ম্যানুয়াল অনুযায়ী টিআইবি সনাক ও ইয়েস গ্রুপের নিরাপত্তা বিধানে প্রয়োজনে আইনগত সহায়তা দিয়ে থাকে।